মীর মশার্‌রফ হোসেন

জমীদার দর্পণ

ভূমিকা

সোহারাব হোসেন

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০০৭৩

ভূমিকা

এক

সমগ্র 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) নাটকটিকে যদি কোনো একটি মাত্র সুরে স্বরে চিহ্নিত করতে হয় তবে সেটি হবে—অত্যাচারিত মানুষের অসহায় স্বকরুণ আর্তনাদের স্বতোৎসার।—হ্যাঁ, জমিদারী ব্যবস্থার দর্পণে, গুটিকয় ব্যতিক্রম বাদে, সদাসর্বদা এই চিত্র প্রতিফলিত হয় যে দুর্বল ও অর্থ লাঞ্ছিত প্রজা শোষক-শাসকের দ্বারা সর্বার্থেই পীড়িত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকে। সেখানে বাস্তবতই, আর্তজন কখনোই কোনোরকম প্রতিরোধ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে পারত না। ধর্ম কিংবা ন্যায় বিচারের বাণী সেখানে সদাসর্বদাই নীরবে নিভৃতে কেঁদে চলে মাত্র। অর্থ-শক্তি, সমাজ কৌলিন্য আর শাসনদণ্ড অন্যায়-অবিচারের সত্তয়ার হয়ে ন্যায় ও ধর্মকে প্রহসনে পরিণত করে সমাজ দর্পণকে সেসব ক্ষেত্রে আরও চক্রাকার ও বহুস্তরিক নিষ্পেষণ যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।-'জমীদার র্দপণ' বহুযুগধাবিত বাংলাদেশের এই সমাজ সত্যকে সকলের সামনে উন্মোচিত করেছে। করেছে নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবেই।

মীর মশার্‌রফ হোসেন সচেতনেই এ দর্পণ নির্মাণ করেছেন। গ্রন্থের একেবারে শুরুতে, নিবেদন অংশে, মীর সাহেব নিজের সে উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেছেন—

> "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালোমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভালো হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, মুখ দেখিয়া ভালো মন্দ বিচার করিবেন।"

গ্রন্থভুক্ত পাঠকদের সমীপে নিবেদন অংশের এই স্বীকারোক্তি থেকে দুটি